بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আহযাবের যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিস্থিতি এবং এর পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি আর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আহযাবের যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ হলো, বিচ্ছিন্নভাবে পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করেও কাফিররা যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আগামীকাল সকালে তারা একযোগে আক্রমণ করবে। পরদিন তারা চতুর্দিক থেকে সম্পূর্ণ পরিখা ঘিরে ফেলে, বারংবার পরিখা পার হওয়ার জন্য ঝড়ের বেগে তির নিক্ষেপ করতে থাকে আর মুসলমানদের কোনো দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সাহাবীরা দিনভর তাদেরকে প্রতিহত করছিলেন। এমন সময় **হযরত তোফায়েল বিন নো'মান (রা.),** আরেক বর্ণনানুযায়ী **তোফায়েল বিন মালিক বিন নো'মান (রা.)** শত্রুর বর্শার আঘাতে তৎক্ষণাৎ শাহাদত বরণ করেন এবং **হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)** তিরের আঘাতে প্রথমে আহত হন; অতঃপর কিছুদিন পর শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন।

সেদিন চরম ব্যস্ততা, চলমান ভীতিকর পরিস্থিতি এবং উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে মুসলমানদের যথাসময়ে নামায পড়া সম্ভব হয়ে উঠে নি। অনেকে বর্ণনা করেছেন, সেদিন মুসলমানরা চার ওয়াক্ত নামায সময়মতো পড়তে পারে নি। হুযূর (আই.) বলেন, সেদিনটি নিঃসন্দেহে চরম কঠিন একটি দিন ছিল, কিন্তু এতটাও না যে, মুহাম্মদ (সা.) কোনো বেলার নামাযই সময়মতো আদায় করতে পারেন নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, আসরের নামাযের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন দ্রুততার সাথে আসরের নামায আদায় করে নেয়া হয়। **হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)** এ সম্পর্কে বলেন, তখন সালাতুল খওফ-এর সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তাই চলমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং ব্যস্ততার কারণে আসরের নামায অসময়ে আদায় করতে হয়েছিল, অর্থাৎ মাগরিবের সাথে মিলিয়ে আদায় করতে হয়েছিল। আর কতিপয় বর্ণনানুযায়ী যোহর ও আসরের নামায অসময়ে পড়তে হয়েছিল। **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)** এ সম্পর্কিত অধিকাংশ রেওয়ায়েতকে যয়ীফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়ে শুধুমাত্র একটিকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে বলেন, কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার বেলার নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে লিপিবদ্ধ আছে, ঘটনা কেবল এতটুকু ছিল যে, এক বেলার নামায, অর্থাৎ আসরের নামায সাধারণ সময়ের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আদায় করা হয়েছিল (অর্থাৎ মাগরীবের পূর্ব মুহূর্তে পড়া হয়েছিল)।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যথাসময়ে নামায পড়তে না পারার প্রেক্ষাপটে বলেন, মহানবী (সা.) সেদিন শত্রুদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেছিলেন। যথাসময়ে নামায পড়তে না পারার কারণে মহানবী (সা.) এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, **খোদা তা'লা কাফিরদেরকে**

শাস্তি দিন, কেননা তারা আমাদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, এ জগতে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল, খোদার ইবাদত।

এ যুদ্ধ মুলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সাহাবীরা যুদ্ধভীতির পাশাপাশি ক্ষুধা এবং তীব্র শীত সহ্য করছিলেন। এ সময় একবার অলৌকিকভাবে মুসলমানদের খাবারের ব্যবস্থা হয়। মুসলমানদের একটি সশস্ত্র দল নিজেদের এক আত্মীয়ের দাফনের জন্য কোথাও যাচ্ছিল। তারা পথিমধ্যে খাদ্যশষ্য ভর্তি ২০টি উট দেখতে পায় যা বনু কুরায়যার পক্ষ থেকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। সামান্য লড়াইয়ের মাধ্যমে এ উটগুলো মুসলমানরা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয় এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। এগুলোর মাঝ থেকে মুসলমানরা কয়েকটি উট যুদ্ধক্ষেত্রে জবাই করে খায় আর অবশিষ্ট উটগুলো যুদ্ধ শেষে সাথে করে মদীনায় নিয়ে যায়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের পবিত্র দেহে চাদর জড়িয়ে হাত উঁচু করে শত্রুদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন। এরপর মু'মিনদের উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না এবং খোদার কাছে নিরাপত্তা চাও, কিন্তু যদি শত্রুদের সাথে তোমাদের লড়াই করতে হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রাখো, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে।** এরপর তিনি (সা.) দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! হে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণকারী! হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাস্ত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।** আরেকটি বর্ণনায় এ দোয়া বর্ণিত হয়েছে যে, **হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আল্লাহ্! তুমি যদি না চাও তাহলে (ধরাপৃষ্ঠে) তোমার আর ইবাদত করা হবে না।** আরেক বর্ণনায় রয়েছে, কয়েকজন সাহাবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই আমাদের কোনো দোয়া শেখান। তখন তিনি (সা.) বলেন, দোয়া করো, **হে আল্লাহ্! আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখো এবং আমাদের ভয়ভীতি দূর করে দাও।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, যুদ্ধ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে, মক্কার কুরাইশ এবং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দলগুলো অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যায় এবং দ্রুত চূড়ান্ত আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। কাফির নেতারা এই ষড়যন্ত্র করছিল অথচ অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের চিন্তাভাবনাকে ধূলিস্যাৎ করার সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। **হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)** লিখেছেন, **নুআয়েম বিন মাসউদ** যে বনু গাতফান গোত্রের শাখাগোত্র আশজাআ গোত্রের সদস্য ছিল এবং মনে মনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কাফিররা এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। সে এই সুযোগকে কাজে লাগায় আর তা হলো, **প্রথমে সে বনু কুরায়যার কাছে যায়** এবং তাদেরকে বলে, আমার মতে তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে ভালো করো নি। কেননা কাফিররা এখানে কয়েকদিনের অতিথিমাত্র, কিন্তু তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। গাতফান এবং কুরাইশরা তোমাদেরকে মুসলমানদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে। তাই তোমাদের কুরাইশদের কিছু লোককে জামানতস্বরূপ নিজেদের কাছে রাখা উচিত। **এরপর সে কুরাইশের কাছে গিয়ে বলে,** তোমাদের প্রতি বনু কুরায়যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকার কারণে তারা তোমাদের কিছু লোককে জামানতস্বরূপ চাইবে, যেন তোমরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

করতে না পারো। **অতঃপর সে গাতফান গোত্রের কাছে যায়** আর এভাবে সকল গোত্রকে একই কথা বলে।

এদিকে কাফিররা সম্মিলিতভাবে পরের দিন চতুর্দিক থেকে মদীনার ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাই বনু কুরায়যাকে সেদিন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে সংবাদ প্রেরণ করে। এর উত্তরে বনু কুরায়যা তাদেরকে বলে, আগামীকাল আমাদের সাবাতের দিন, তাই আমরা যুদ্ধ করতে পারব না। এছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কিছু লোক আমাদের কাছে জামানত হিসেবে না পাঠাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আক্রমণে তোমাদের সহযোগী হবো না। এই উত্তর শুনে কুরাইশ ও গাতফানের লোকদের বনু কুরায়যার ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যায় আর বলে, আমরা জামানত হিসেবে কাউকে পাঠাতে পারব না। একথা শুনে বনু কুরায়যারও নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, গাতফান ও কুরাইশের উদ্দেশ্য সৎ নয় আর এভাবে দুই পক্ষের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং নুআয়েম এর পরিকল্পনা সফল হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে **ধূলিঝড়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেন** সে বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, নুআয়েমের এই চেষ্টা বৃথা যেতে পারত, কিন্তু সেদিন রাতে এত প্রচণ্ড ধূলিঝড় হয় যে, কাফিরদের তাবু ভেঙ্গে যায়, ডেগডেগচি উল্টে যায়, বাসনপত্র উড়ে যায় এবং তাদের প্রদীপ নিভে যায়। এ ঝড়ের ফলে তাদের হৃদয়ে চরম ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান উটের দড়ি না খুলেই হতবিহ্বল হয়ে তাতে আরোহণ করে পিছু হটতে চায়। ইকরামা এ দৃশ্য দেখে তাচ্ছিল্যের সুরে তাকে বলে, তুমি নেতা হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একা ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? এরপর সে লজ্জিত হয় এবং নিচে নেমে আসে আর বলে, আমি যাচ্ছি না, কিন্তু তোমরা ফিরে যাওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যাও। এরপর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদেরকে দেখে অন্যান্য গোত্রগুলোও পিছু হটে। বনু কুরায়যাও নিজেদের দুর্গে ফিরে যায় এবং তাদের সাথে বনু নযীরের নেতা হুয়ী বিন আখতাবও তাদের দুর্গে আশ্রয় নেয়। এভাবে পরের দিন ভোর হওয়ার পূর্বেই পুরো যুদ্ধক্ষেত্র খালি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় পরাজিত হতে হতে মুসলমানরা জয় লাভ করে। মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে প্রেরণ করে কাফিরদের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হন এবং খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বলেন, **এটি আমাদের কোনো প্রচেষ্টার পরিণাম নয়, বরং কেবলমাত্র খোদা তা'লার কৃপার ফল, যিনি নিজ শক্তিবলে শত্রুদলকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন।** হুযূর (আই.) বলেন, এ যুদ্ধের অবশিষ্ট বিবরণ আগমীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পৃথিবীর সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য পরাশক্তিগুলো ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করতে চায় না। যুদ্ধের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে এবং নিরপরাধদেরকে এর ভয়ানক মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। এজন্য আমাদের খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে হবে এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, তারাও কঠিন সময় পার করছে। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি দয়া করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে

পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)